দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ: 06 NOV 2017 ... ৪ ... কলাম ...

ভর্তিযুদ্ধ

শিশুর শিক্ষার সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে

স্কুলে স্কুলে ভর্তিযুদ্ধ শুরু হচ্ছে। একদল শিশু যাদের বয়স ৩ কী ৪ বা বড়জোর ৫ বছর তারা মায়ের আঁচল ছেড়ে স্কুলে যাবে। এ নিয়ে বাবা-মায়ের উৎকণ্ঠা-দুশ্চিন্তার সীমা নেই। এমনকি এসব দুধের শিশুকে নিয়ে কোচিংসেন্টারেও দৌড়াচ্ছেন অনেকে! বলা বাহুল্য এতে শিশুদের শিক্ষা ও স্কুল নিয়ে ভয় বাড়ছে, ভয় ভাঙছে না। শিক্ষা যদি মৌলিক অধিকার হয়ে থাকে তা হলে ভর্তিচ্ছু শিশুকে কেন ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে? তার ওপর এই জুলুম কিন্তু অসাংবিধানিক। শিশুপীড়ন বন্ধে এ বিষয়ে হাইকোর্ট একটি সুয়োমোটো রুল জারি করতে পারেন।

আমরা জিডিপির ২ ভাগের কম বরাদ্দ দিয়ে কীভাবে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করব? বর্তমানে যেভাবে চলছে তাতে শিক্ষায়ও নৈরাজ্য শুরু হবে। সেটা হবে উন্নতির পথে এগিয়ে চলা দেশের জন্য বড় রকমের হুমকি

এবারে জানা যাচ্ছে, অধিকাংশ অভিভাবক নিজের শিশুর জন্য পছন্দের তালিকায় সরকারি স্কুলের চেয়ে নামি বেসরকারি স্কুলগুলোকে এগিয়ে রেখেছেন। যদিও বর্তমান সরকার শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ও গুরুত্ব বাড়িয়েছে কিন্তু তাতে পরিস্থিতির হেরফের হয়নি। দিনে দিনে সরকারি স্কুলগুলোর একাডেমিক মান পড়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া স্কুলের শিক্ষার পরিবেশও নষ্ট হচ্ছে। সম্ভবত এর কারণ এসব স্কুলের প্রশিক্ষিত মানসম্পন্ন শিক্ষকরা ইদানীং কোচিংয়ের দিকে বেশিরকম ঝুঁকে পড়েছেন। তাতে আয় অনেক বেশি। শিক্ষাকে ব্রত হিসেবে নেওয়ার মানুষ আর নেই বা থাকলেও খুব কম। অভিভাবকরাও পরীক্ষার ফলকেই শুধু গুরুত্ব দেন।

বেসরকারি স্কুলে খরচ বেশি, সবার পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। দেশের মূলধারার প্রতি সরকারের নজর আরও বাড়াতে হবে। বিশেষভাবে স্কুলে শিক্ষার মান বাড়ানো জরুরি। দেশে বিভিন্ন ধারার স্কুল রয়েছে, তার ওপর আবার একই ধারার মধ্যে যদি স্কুলে স্কুলে মানের হেরফের ঘটে তা হলে দরিদ্র বা স্বল্প আয়ের ছাপোষা মানুষ কোথায় যাবেন? তাদের পাশে তো সরকারকেই থাকতে হবে। বহুকাল ধরে বলা হচ্ছে, শিক্ষা খাতে জিডিপির ৬ ভাগ আর বার্ষিক বাজেটের অন্তত ২০ ভাগ বরাদ্দ করা উচিত। আমরা জিডিপির ২ ভাগের কম বরাদ্দ দিয়ে কীভাবে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করব? বর্তমানে যেভাবে চলছে তাতে শিক্ষায়ও নৈরাজ্য শুরু হবে। সেটা হবে উন্নতির পথে এগিয়ে চলা দেশের জন্য বড় রকমের হুমকি।

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
স্বাক্ষর